Issue cover not available

Vol. 17 | No. 1 | 1973

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সনেট

Volume	17
Issue	1
Year	1973
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল কাদির
Published online	June 1, 1973
DOI	10.62328/sp.v17i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i1.4
Pages	97-128
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা সনেট

আবদুল কাদির

প্রাচীন কাল হইতেই বাংলা ভাষায় চতুর্দশপংক্তি কবিতা বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু একটি ভাব বা বিষয় ঠিক চতুর্দশপংক্তির আবেষ্টনে প্রকাশ করিবার সচেতন প্রয়াস সে-সকল রচনায় দেখা যায় না। সেকালের সিদ্ধাচার্য বা ভাবুকগণ তাঁহাদের বক্তব্য বা ভাবনা তার রসানুকূল বচনে ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে রচনার পংক্তিসংখ্যা কখনও কখনও চৌদ্দ হইয়া গিয়াছে। সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক সমায়তন পংক্তির মধ্যে সুসংহত রাখিয়া রচনার রূপাবয়ব গঠনের তাগিদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই। চতুর্দশ পংক্তির সুগঠিত রূপবন্ধে একটি প্রবল ভাব-প্রেরণা বা উচ্ছ্বসিত রস-কল্পনাকে বন্দী করার সাধনা তাঁহাদের ছিল না,—তাঁহারা অন্তরের আবেগ ও উপলব্ধিকে কথায় ও সুরে সচ্ছন্দভাবে বাজিয়া ওঠার অবাধ অবকাশ মনজুর করিয়াছেন। ফলে সে-সকল কবিতায় সুকঠিন ভাস্কর্যের সুডৌল সৌন্দর্য বিকীর্ণ না হইয়া তাহাদের সমগ্র শব্দ-শরীরে মনোহর বনপুষ্পের বিচিত্র আনন্দ-সুরভি বিচ্ছুরিত হয়। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ আদিযুগের কাহ্নপাদ, মধ্যযুগের চণ্ডীদাস ও যুগসন্ধিকালের ঈশ্বরগুপ্ত হইতে তিনটি চতুর্দশপংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি—

কাহ্নপাদানাম

রাগ দেশাখ

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাইসই বাহ্মণ নেড়িআ॥
আ লো ডোম্বি তোএ সম করিব মো সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি—জোই লাঙ্গ॥]

এক সো পদমা চৌষঠ্‌ঠি পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ।।
হা লো ডোম্বী তো পুছমি সদ্‌ভাবে।
আইসসি জাইসি ডোম্বি কাহরি ন'াবে।
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাঙ্গেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় এড়া ।।
তু লো ডোম্বী হাউ' কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী ।।
সরবর ভাজিঅ ডোম্বী খাঅ মোলান।
মারমি ডোম্বী লেমি পরান ।।

চণ্ডীদাস

সিন্ধুড়া

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরানে পরান বাঁধা আপনি আপনি ।।
দুহু' কোরে দুহু' কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ।।

জল বিনু মীণ জনু কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ।।
ভাণু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভাণু সুখে রহে ।।

চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ।।
কুসুম মধুপ কহি, সেও নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল ।।

কি ছার চকোর চাঁদ, তুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি, চণ্ডীদাস কহে ॥

নিদ্রাকালে শঠ উপকারী

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

পরের অহিতকারী নীচ যেই খল
নিজ লাভ বিনা শুধু খুঁজে মরে ছল।
কখন জানে না মনে হিত বলে কারে,
উপকার লাভ করে পর-অপকারে।

সদা ভাবে কার কবে কিসে মন্দ হবে,
মুষলের সাজা পায় কুশলের রবে।
নিয়তই মনে পায় অতিশয় তুখ,
শয়নে ভোজনে নাই কিছুতেই সুখ।

মিছে আঁখি মুদে থাকে ঘুম যায় চ'ড়ে,
ছটফট করে রেতে বিছানায় প'ড়ে।
দৈবাধীন চোখে যদি ঘুম এসে ত'ার,
তবেই সে খল করে পর-উপকার।

জেগে থেকে কেবল অধর্মে কাটে কাল,
যতক্ষণ নিদ্রা যায় ততক্ষণ ভাল ॥

কাহ্নপাদের চর্যাগীতিটি প্রাকৃত ও সাধুভাষার মধ্যবর্তী সঙ্কেতময় সন্ধ্যাভাষায় বিরচিত। ইহার কোনো কোনো পংক্তিতে দৃশ্যতঃ চৌদ্দ অক্ষর থাকিলেও আসলে ইহা ষোড়শ মাত্রার অবহট্‌ঠ-ঘেঁষা ভাঙ্গা পজ্‌ঝটিকা ছন্দে গ্রথিত। চণ্ডীদাসের লিরিক্যাল পদটির প্রথম চারি পংক্তিতে বিষয়ের প্রস্তাবনা, পরবর্তী দশ পংক্তিতে আছে তাহার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। ঈশ্বর গুপ্তের নীতিগর্ভ পদ্যটির

প্রথম চারি পংক্তিতে মূল প্রস্তাব, পরবর্তী আট পংক্তিতে বিষয়ের বিশদ বর্ণনা এবং শেষের শ্লোকটিতে সারমর্ম পরিবেশিত হইয়াছে। এসকল কবিতার ভাবদেহ দীর্ঘায়িত করা যেমন দুরূহ নহে, তেমনই সঙ্কুচিত করাও সম্ভবপর।

কিন্তু চতুর্দশ পংক্তির সুনির্ধারিত রূপমণ্ডলে ভাবাবেগ বা রস-প্রেরণাকে দৃঢ়-নিবদ্ধ রাখিয়া ইতালীয় সনেটের ছাঁচে বাংলায় প্রথম কবিতা রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতায় তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন—

I want to introduce the sonnet into our language and, some mornings ago, made the following :

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অসংখ্য ; তা সব আমি অবহেলা করি'
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি'
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন
অশন শয়ন ত্যজে, ইস্টদেবে স্মরি'
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি' কায় মন।

বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—'হে বৎস, দেখি' তোমার ভকতি
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?'

'কবি-মাতৃভাষা' বাংলা ভাষায় বিরচিত প্রথম সনেট। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন সপরিবারে ইউরোপ গমন করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় কবি

ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কার সনেট পড়িয়া তাঁহার পদ্ধতি অনুসরণে বাংলায় 'চতুর্দশপদী' রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তিনি তাঁহার সদ্যরচিত 'কবতক্ষ', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' ও অপর একটি সনেট তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাককে প্রেরণ করিয়া এক পত্রে লেখেন:

> "...আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পড়িতেছিলাম এবং তাঁহার রীতি অনুসরণে কতকগুলি সনেট রচনা করিয়াছি।...আমি সাহসের সঙ্গে বলিতে পারি, সনেট 'চতুর্দশপদী' আমাদের ভাষায় চমৎকার উৎরাইবে। কিছুদিনের মধ্যেই আমার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।...সত্যই বলিতেছি, আমাদের বাংলা অতি সুন্দর ভাষা। কেবল প্রতিভাশালী লোকদের হাতে ইহা মার্জিত হওয়া দরকার,...ইহা একটি মহান ভাষা, অথবা মহান ভাষার উপকরণসমূহ ইহার মধ্যে বিদ্যমান।[১]

মধুসূদন 'সনেট' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরী করেন 'চতুর্দশপদী'। কিন্তু 'পদ' অর্থে বৈষ্ণব মহাজনেরা বুঝিতেন পদাত্মক পদ্য বা গীতিকবিতা। অনেক ছন্দোবিজ্ঞানী 'পদ' (পাদ: চরণ: foot) অর্থে ছন্দঃপর্ব (metrical measure) বুঝাইয়াছেন এবং এই সংজ্ঞা মানিয়াই লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি আখ্যা (Term) ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন 'পদ' অর্থে ছন্দঃপংক্তি (metrical line) বুঝিয়াছেন এবং 'চতুর্দশপদী' বলিতে চতুর্দশপংক্তি' বুঝাইয়াছেন। 'চতুর্দশপদী কথাটি দ্ব্যর্থবাচক, সেজন্যই 'সনেট' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে এ-কথাটি বহুল-প্রচারিত হয় নাই।

[দুই]

ইতালীয় Sonetto (sound-piece : ধ্বনি-খণ্ড) হইতে 'সনেট' শব্দটির উদ্ভব। ইতালীয় ভাষাতেই সনেটের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল। Dante Alighieri (১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ), Cina da Pistoia (১২৬৫—১৩৩৬ খ্রীঃ), Francesco Petrarca (১৩০৪—৭৪ খ্রীঃ), Giovanni Boccaccio (১৩১৩-৭৫ খ্রীঃ), Tarquato Tasso (১৫০৪—৯৫ খ্রীঃ) প্রমুখ কবিগণের বিপুল সাধনা-বলে সনেট বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পেত্রার্কার পূর্বেও ইতালীতে সনেটের অনুশীলন ছিল, কিন্তু পেত্রার্কার সনেটেই মানবিক অভিজ্ঞতা লাভ করে অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি। এখানেই তিনি প্রেম কবিতার সমগ্র ঐতিহ্যের সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত এবং একই কালে ইউরোপীয় গীতি-কবিতার উৎসমুখ।

পেত্রার্কার সনেট-গ্রন্থ Rime প্রেমকাব্য, তাঁর প্রেমাস্পদা 'লরা' (Laura) তার মর্মমূলে সঞ্চার করিয়াছে নিবিড় রসপ্রেরণা। কিন্তু মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে একটিও প্রেমাত্মক রচনা নাই। অবশ্য কবির মানবিক অনুভূতি ও জীবন-প্রত্যয়ের প্রকাশ কোথাও কোথাও হৃদয়স্পর্শী রূপ লাভ করিয়াছে। তিনি 'আমরা' শীর্ষক সনেটে বলেন—

> আমরা দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,—
> পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃংখলে ;

দেশের সমষ্টিগত জীবনের দুঃখ-বেদনার এমন তীব্র অভিব্যক্তি সেদিন ছিল অচিন্ত্যনীয়।

মধুসূদন সর্বসাকুল্যে ১০৮টি সনেট প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে খাঁটী পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত হইয়াছে মাত্র ৮টি সনেট।[২] খাঁটী পেত্রার্কীয় রীতিতে মিল-বিন্যাস (Rhyme-scheme) দুই প্রকার ; যথা—

অষ্টক				ষটক		
কখখক	:	কখখক	::	গঘগ	:	ঘগঘ
কখখক	:	কখখক	::	গঘঙ	:	গঘঙ

উপরোক্ত প্রথম রীতি অনুসরণে মধুসূদনের ৭টি সনেট ('সায়ংকালের তারা', 'মহাভারত', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'শ্মশান', 'সংস্কৃত', 'রামায়ণ', 'কোনো এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া') এবং দ্বিতীয় রীতি অনুসরণে মাত্র ১টি সনেট ('কমলে কামিনী') বিরচিত। প্রচলিত পেত্রার্কীয় পদ্ধতির কিঞ্চিৎ অদলবদল করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট সনেটগুলির ভাবমূর্তি গঠিত। তাঁহার 'জয়দেব', 'বঙ্গভাষা' ও 'কাশীরাম দাস', এই তিনটি সনেটে অন্তিক শ্লোক (final couplet) আছে বটে ; কিন্তু তিনি তাঁহার কোনো সনেটের অষ্টকেই দুইয়ের অধিক অন্ত্যমিল ব্যবহার করেন নাই। এই

তিনটি শংকর রীতির সনেট ছাড়া মধুসূদনের সকল সনেটই ইতালীয় ছাঁচে নির্মিত। তিনি একটিও নিয়ম-নিরপেক্ষ (Irregular) সনেট সৃষ্টি করেন নাই। তবে তাঁহার 'কল্পনা', 'রাশিচক্র', 'দ্বেষ' প্রভৃতি সনেটে মিলটনের অনুরূপে অষ্টক-ষটকের নির্দিষ্ট প্রাচীর উত্তরণ করিয়া ভাব হইয়াছে প্রবহমান।

আদি ইতালীয় সনেটে দুইটি ভাগ (break in sense) থাকে: প্রথম ভাগে ৮টি ও দ্বিতীয় ভাগে ৬টি পংক্তি। প্রথম অংশটিকে অষ্টক (octave) এবং দ্বিতীয় অংশটিকে ষটক (sestette) বলা হয়। ইতালীয় সনেটের আদর্শ এই যে, তাহার অষ্টক ও ষটকের পংক্তিগুলি তত দূরান্তরিত অন্ত্যমিলের দ্বারা সংযুক্ত—যত দূরান্তরিত তাহাদের স্ব স্ব ভাবের বিস্তার, এবং এরূপ মিল-বিন্যাসের প্রক্রিয়াতেই একটি বিষয়-কল্পনা (theme) তাহাতে অখণ্ড রসমূর্তি লাভ করে। সাধারণতঃ অষ্টকটি দুইটি এক-প্রকার মিল-যুক্ত চৌপদিকা বা চতুষ্ক (similarly rhymed quatrain) যোগে গঠিত হয়। অষ্টকে দুই প্রকার, যথা—(১) প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পংক্তিতে, এবং (২) দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিতে, মিল থাকে। ষটকে দুই বা তিন প্রকার ভিন্নতর অন্ত্যমিল (other rhymes) বিভিন্নভাবে ব্যবস্থিত (variously arranged) হইয়া থাকে। খাঁটী পেত্রার্কীয় সনেটের ষটকে যে দুই প্রকার অন্ত্যমিলের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া তাহাতে নিম্নোক্ত চারিপ্রকার মিলও ব্যবহৃত হয়:

ক খ খ ক : ক খ খ ক :: গ ঘ ঘ : গ গ ঘ
ক খ খ ক : ক খ খ ক :: গ ঘ গ : ঘ ঘ গ
ক খ খ ক : ক খ খ ক :: গ ঘ ঘ : গ ঘ গ
ক খ খ ক : ক খ খ ক :: গ ঘ ঙ : ঙ ঘ গ

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, ইতালীয় সনেটের ষটকের প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তিতে এক প্রকার অন্ত্যমিল থাকিতে পারে, অন্যথা ইহার পুচ্ছরূপে সমিল শ্লোক (rhymed couplet) থাকা অবিধেয়।[৩] এই সংজ্ঞা স্বীকার করিলে মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা', 'জয়দেব' ও 'কাশীরাম দাস' সনেটত্রয়কে খাঁটী ইতালীয় আদলের

সনেট বলা চলে না। এই তিনটি সনেটের মিল-নির্মিতি (rhyme structure) যথাক্রমে এরূপ—

কখকখ : খকখক :: গঘঘগ : ঙঙ
কখখক : খকখক :: গঘঘগ : ঙঙ
কখকখ : কখকখ :: গঘগঘ : ঙঙ

সনেটের অষ্টকে খাঁটী পেত্রর্কীয় পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার ষটকে উপরোক্ত দুই প্রকার ছন্দোমিল ব্যবহার করেন ইংরাজ কবি উইয়াট। Sir Thomas Wyatt (১৫০৩—৪২ খ্রীঃ) এবং তাঁহার বন্ধু ও ভাবশিষ্য Henry Howard, Earl of Surrey (১৫০৩—৪৭ খ্রীঃ) ইতালীয় কাব্যধারায় অবগাহন করিয়া ইংরেজী ছন্দে ও প্রকাশ-রীতিতে যে সংস্কার সাধন করেন সেজন্য প্রবীণ Putternham তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন the firt reformers of our English meetre and stile.[৪] ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে Wyatt ইতালী গমন করেন,—তিনি পেত্রার্কার কয়েকটি সনেট ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং ইংরেজী ভাষায় সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন। তাঁর সনেটে আছে শক্তি ও সৌন্দর্যের সমন্বয়। এই সনেটের মাধ্যমেই ইংরাজী কাব্যে পুনরায় লিরিসিজমের অনুপ্রবেশ ঘটে। সনেটের সঙ্গীতধ্বনিতে বাজিয়া উঠে প্যাশন ও অনুভূতির অনুরণন। দুর্লভ শব্দ, রূপক, সূক্ষ্মতা ও গাঢ়বদ্ধতা তার ভাবদেহ করে সমৃদ্ধ ও সুডোল। তার সংক্ষিপ্ততা (brevity) ও সংহত গড়ন আবশ্যক করে শৈল্পিক সাধনা। Wyattian সনেটের রূপবন্ধ দ্বিবিধ ; যথা -

কখখক : কখখক :: গঘঘগ : ঙঙ
কখখক : কখখক :: গঘগঘ : ঙঙ

বাংলা ভাষায় সনেটের এই অভিনব রূপবন্ধ প্রথম প্রবর্তন করেন দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫—১৯২০খ্রীঃ)। প্রথম পদ্ধতিটির অনুসরণে তাঁহার ‘পিসীমার সীতে-ভোগ,’ ‘শরৎ ঋতু’, ‘মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি’ প্রভৃতি সনেট এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটির অনুসরণে তাঁহার ‘উষা,’ ‘সৌম্য’, ‘খোকা বাবু’, ‘বনফুল’ প্রভৃতি সনেট বিরচিত। ইতালীয় সনেটে দুইটি ভাগ ; কিন্তু Wyattian সনেটের শেষ দুই পংক্তি

একটি শ্লোক-পুচ্ছরূপে গ্রথিত হওয়ায় উহার সমগ্র ভাব-শরীরে প্রায়শঃ তিনটি বিভাগ ঘটে।

আদি ইতালীয় সনেটের অষ্টকে ও ষটকে যথাক্রমে ভাবের আবর্তন ও নিবর্তন (ebb and flow) বিধৃত হইয়া থাকে। অস্টকে যে বক্তব্যের পরিবেশনা, ষটকে তাহার পরিপূরক রূপ অথবা বিপরীত দিক অঙ্কন করিয়া পরিশেষে আবেগের উপসংহার করা হয়। খাঁটি সনেটের আদর্শ রূপবন্ধন সম্বন্ধে স্বনামখ্যাত ইংরাজ সমালোচক ও কবি Theodore Watts-Dunton (১৮৩২-১৯১৪ খ্রীঃ) বলিয়াছেন:

> "সমুদ্র-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতন যেমন তাল-লয়-ব্যবচ্ছিন্ন, সনেটের ভাব-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনও সেইরূপ তাল-লয়-ব্যবচ্ছিন্ন। ফেনিলোচ্ছল সাগর-তরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ স্ফীত ও বর্ধিতকায় হইয়া বেলাভূমির উপর উৎপতিত হয়, এবং নিমেষ মাত্র স্থির থাকিয়া আবার উজান বেগে সাগর-গর্তে অপসারিত হয়, সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ ছন্দোময়ী শব্দধারায় অষ্টকে উচ্ছলিত হইয়া বিপরীত আবর্তনে ষটকে অবসানপ্রাপ্ত হয়।"

সনেটের গাঢ় ও গভীর ভাব-প্রবাহ অষ্টকে সর্বোচ্চ আয়তন ও বেগ লাভ করে এবং তারপরই ষটকে তাহা দ্রুত প্রশমিত হইয়া ক্রমে অতলে নিঃশেষিত হয়। যে দুইটি চতুষ্ক যোগে অষ্টক গঠিত হয়, তাহার প্রথমটিতে থাকে বক্তব্যের উদ্বোধন বা প্রস্তাবনা, দ্বিতীয়টিতে থাকে বিশ্লেষণ বা কারণ-নির্দেশ। যে দুইটি ত্রিপদিকা-যোগে ষটক গঠিত হয়, তাহার প্রথমটিতে থাকে বিষয়ের পরিপূরক হিসাবে তাহার বিপরীত বা অপর দিকের বর্ণনা, দ্বিতীয়টিতে থাকে সমগ্র ভাব-বস্তুর একটি মীমাংসা কিংবা ভাবের প্রারম্ভিক উপলব্ধিতে উপসংহার। খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেটে অষ্টকের দুইটি চতুষ্ক যেমন পরস্পর-সংযুক্ত নহে, ষটকের দুইটি ত্রিপদিকাও তেমনই পূর্ণ ভাব-যতি (thought pause) দ্বারা পরস্পর হইতে বিযুক্ত। কোনও দৈব মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের প্রেরণায় কবি-চিত্ত যখন রূপের দিব্য বিভায় উদ্দীপিত হইয়া ওঠে, সনেট সেই বিরল ভাব-মুহূর্তের অসীমস্পর্শী আলোড়নের অখণ্ড বাণীমূর্তি,—সেই অপরূপ রসমূর্তিকে ভাস্কর্য-প্রতিম করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই এরূপ কঠিন নিয়ম-বন্ধনের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু

সর্বত্র এমন কঠোর নিয়ম-নিগড় দৃষ্ট হয় না,—বহু সনেটে প্রথম চতুষ্কের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অথবা ত্রিপদিকার নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করিয়া ভাবরাশি পরবর্তী পংক্তিতে প্রবহমান হইতে দেখা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, খাঁটি Wayttian সনেটের ষটক একটি চতুষ্ক ও একটি শ্লোক-যোগে গঠিত হয়; এই শ্লোকটিতে থাকে সমগ্র ভাব-সামগ্রীর সারসত্য বা সিদ্ধান্ত। ষটকের এই গঠন ইংরেজী ভাষার প্রকৃতির অতিশয় অনুকূল, এবং এই পদ্ধতির রকমফের ইংলণ্ডে হইয়াছে জনপ্রিয়।

উইলিয়ম ওয়ার্ডস্বার্থ (১৭৭০-১৮৫০ খ্রীঃ) ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ভগিণী ডরোথির মুখে মিল্টনের সনেট শুনিয়া সনেট রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রায় পাঁচ শত সনেট প্রণয়ন করেন। উইলিয়ম হেনরি হাডসন তাঁহার Wordsworth and his poetry পুস্তকে ওয়ার্ডস্বার্থকে The greatest of English sonnet-writers বলিয়াছেন।[৫] ওয়ার্ডস্বার্থের The world is too much with us, Composed upon Westminister Bridge, Composed in the Valley near Dover প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সনেটসমূহ খাঁটি পেত্রার্কীয় পদ্ধতিতেই নির্মিত। কিন্তু সনেটের ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ অবদান তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন রূপকল্প; সেই দ্বিবিধ রূপকল্প নিম্নরূপ—

কখখক : কগগক :: ঘঙঙঘ : চচ
কখখক : কগগক :: ঘঙঘঙ : চচ

উপরোক্ত প্রথম ছাঁচে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রিয়তমার প্রতি' ও 'স্বপ্ন' এবং দ্বিতীয় ছাঁচে আজিজর রহমানের 'সে', বেনজীর আহমদের 'রৌদ্রদগ্ধ বসুন্ধরা,' রিয়াজউদ্দীন চৌধুরীর 'অমাবস্যা' ও ফররুখ আহমদের 'গাওসুল-আজম', 'মৃত্যু-সংকট' প্রভৃতি সনেট নির্মিত। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, ওয়ার্ডস্বার্থের উদ্ভাবিত এই নুতন রূপকল্প পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরিয় রীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট,—তাহাতে অষ্টকের প্রথম চতুষ্কের ও ষটকের গঠনে Wyattian ঠাট বজায় আছে, কেবল অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কের গঠনে বৈচিত্র্যবিধান করা হইয়াছে।

[তিন]

উইলিয়ম সেক্সপীয়র (১৫৬৪ — ১৬১৬ খ্রীঃ) তাঁহার ১৫৪টি সনেট রচনা করেন এই ছাঁচে—

কখকখ : গঘগঘ :: ঙচঙচ : ছছ

এই সুপরিচিত ছাঁচেই Earl of Surrey তাঁহার Sonnet on Sardanapos[৬] এবং এডমণ্ড স্পেনসার (১৫৫২—৯৯ খ্রীঃ) তাঁহার Amoretti কাব্যের অষ্টম সনেটটি রচনা করিয়াছিলেন। স্পেনসার The Visions of Petrach শীর্ষক যে সনেটগুচ্ছ অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাদেরও রূপকর্ম অনুরূপ। তাঁহার Amoretti কাব্যের অবশিষ্ট ৮৭ সনেটের রূপশৈলী নিম্নরূপ—

কখকখ : খগখগ :: গঘগঘ : ঙঙ

ইহাই সনেটের ইতিহাসে স্পেনসারীর রীতি নামে অভিহিত। কিন্তু এই রীতি বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। অন্যপক্ষে সেক্‌সপীয়রের অনুসৃত মুক্তবন্ধ রীতিটি ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে।

সেক্‌সপীরিয় সনেটের চৌদ্দটি পংক্তি তিনটি চতুষ্ক ও একটি সমিল শ্লোকে বিন্যস্ত এবং তাহাতে সাত প্রকার মিল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম চতুষ্কে থাকে বক্তব্যের উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় চতুষ্কে বিষয়ের বিশ্লেষণ, তৃতীয়টিতে সমগ্র ভাবের মর্মরূপায়ণ এবং অন্তিক শ্লোকে সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য। অন্তিক শ্লোকটিতে সমগ্র কবিতাটির মূল মর্ম সংহত হইয়া শুধু বিস্ময়কর epigramic beauty বিস্তার করে না, তাহা মনের মধ্যে প্রবল রেখাপাত করিয়া ভাব ও রূপের সম্পূর্ণতা সাধন করে।

পেত্রার্কীয় রীতির সনেট অধিকতর impressive, অন্যপক্ষে সেকসপীরিয় রীতির সনেট অধিকতর expressive।[৭] যে দুইটি রূপবন্ধ পেত্রার্কীয় বলিয়া কথিত, তাহাদের প্রত্নরূপ পেত্রার্কার আবির্ভাবের পূর্বে, এমন কি প্রাক-দান্তে যুগেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু পেত্রার্কার কৃতিত্ব এই খানে যে, তিনি সেই ক্লাসিক্যাল ছন্দোবন্ধের আকারের সহিত তাঁহার স্বানুভূত ব্যক্তিগত

বিশিষ্ট ভাব-প্রেরণা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস করিয়া আশ্চর্য সুন্দররূপে মূর্ত করিতে সমর্থ হন, ফলে তাহা 'পেত্রাকীর্য় রীতি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঠিক অনুরূপভাবেই, সেক্‌সপীয়রের পূর্বে তথাকথিত 'সেকসপীরিয় পদ্ধতি' প্রচলিত ছিল; কিন্তু সেকসপীয়রের সুদক্ষ লেখনী-গুণেই তাহা অনবদ্য ও প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে এবং কালক্রমে 'ইংরেজী রীতি নামে' অভিহিত হয়। পেত্রার্কীয় সনেটে অষ্টকের আট পংক্তির জন্য দুই প্রকার rhymeএর প্রয়োজন, এবং ইতালীয় ভাষায় rhyming syllables প্রচুর বিধায় তাহার পক্ষে এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় rhymeএর এরূপ প্রাচুর্য নাই, তাহাতে একই rhyme-এর চারিটি শব্দ যোজনা করা সর্বদা সহজসাধ্য নহে; সে জনাই ইংরেজী ভাষায় পেত্রার্কীয় ওয়াটীয় বা স্পেনসারীয় পদ্ধতি সুপ্রশস্ত বিবেচিত হয় নাই,—সেকসপীরিয় রীতিই সে-ভাষার প্রকৃতির অধিকতর উপযোগী। এই রোমান্টিক রীতিতে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'প্রাণ', 'হৃদয়ের ভাষা', 'স্মৃতি', 'হৃদয়-আসন', 'কেন', 'পবিত্র প্রেম', 'অস্তাচলের পরপারে', 'স্বপ্নরুদ্ধ', 'অক্ষমতা', 'জাগিবায় চেষ্টা', 'কবির অহঙ্কার', 'বিজনে', 'সত্য', 'ক্ষুদ্র আমি', প্রভৃতি সনেট রচনা করিয়াছেন। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫—১৯১৮ খ্রীঃ) তাঁহার 'ফুলরেণু' কাব্যের ১২০টি সনেটেই এই রীতি অপরিমাণ নিষ্ঠা ও দক্ষতা-সহকারে ব্যবহার করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার একটি সনেট উদ্ধৃত হইল।

চিড়া কুটা

সুন্দর শীতলপুর—শ্যাম সন্ধ্যাবেলা,
প্রকৃতির শ্যামরাজ্য শ্যাম বনদেশ,
বাঁশবনে ঢাকা পথ, একেলা একেলা
যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে করেছি প্রবেশ।

ক্লান্ত কমলের মত শ্রান্ত দেহভার
রাখিয়া ঢেকীর আড়ে যুবতী সুন্দরী

রক্ত পাদপদ্মে ঘন করিছে প্রহার,
এলোমেলো বেশে বালা বন আলো করি'।

মেঘাচ্ছন্ন গিরি যেন ঘোর ভূকম্পন
বিপুল তরঙ্গ তুলি' দেয় কাঁপাইয়া,
সে বিশাল স্ফীত বক্ষে মন্দ আন্দোলন
দেখা যায় ছিন্নভিন্ন কেশদাম দিয়া!

পুণ্য পদাঘাতে তা'র ঢেকী স্বর্গে উঠে,
সরলা গৃহস্থ-বধূ অই চিড়া কুটে॥

(ফুলরেণু, ৯৩ পৃষ্ঠা)

ভাবের নিপুণ পর্যায়-বিভাগ ও মধুর মিল-বিন্যাসের গুণে ইহা অনবদ্য। বাঙলাদেশের পল্লী-জীবনের এরূপ সুপরিচিত চিত্র তাঁহার 'খই ভাজা', 'আম মাখা', 'কাঁথা সেলাই', 'চুল শুকান' প্রভৃতি সনেটে হৃদয়স্পর্শী রূপ লাভ করিয়াছে। 'রমণীর প্রেম', 'নারী ও শকুনী,' 'নারীর হৃদয়,' 'শাঁখের করাত' প্রভৃতি সনেটে উপাদেয় উপমা ও ঘরোয়া অলঙ্কার সহযোগে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিবেশনা হইয়াছে চটুল ও মধুময়। 'প্রণয়' ও 'বার্ধক্য' সনেটে নারীপ্রেমের জন্য কবি-মনের দুর্মর কামনা চমৎকার রসপ্রসূ। তাঁহার 'ধর্মগ্রন্থ', 'আজি', 'আরও', 'দেখা', 'ভয়', 'তুমি আর আমি', 'আলিঙ্গন' প্রভৃতি সনেটে উদ্দাম ইন্দ্রিয়-চেতনা ও বলিষ্ঠ বাসনার তীব্র, অসংকোচ ও বর্ণাঢ্য বাণীরূপ বাংলা প্রেমকাব্যে এক অতুলনীয় সংযোজন। তাঁহার সনেটের অন্তিক শ্লোক (Closing Couplet) সম্পূর্ণ ভাবনার সার-মণ্ডিত হইয়া এপিগ্রামের আকারে শোভিত। তন্মধ্যে অনেক শ্লোকই প্রবচন-রূপে প্রচলিত হওয়ার উপযোগী।

[চার]

সেকসপীরিয় রীতির সনেটের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোকটিকে অষ্টকের পরে সন্নিবেশ করিয়া প্রমথ চৌধুরী সনেটের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রেরণা লাভ করেন ফরাসীয় রীতি হইতে। ফরাসী ভাষায় প্রথম

সনেট প্রণয়ন করেন ক্লেমেণ্ট ম্যারট (১৪৯৬—১৫৪৪ খ্রীঃ)। তিনি পেত্রার্কার ছয়টি সনেট অনুবাদ করেন। তাঁহার দুই অনুবর্তী Pierre de Ronsard (১৫২৪—৮৫ খ্রীঃ) ও Joachim Du Bellay (১৫২৫—৬০ খ্রীঃ) ইতালীয় রীতির ভিত্তিতে ফরাসী ভাষায় সনেট রচনার নূতন ধারার প্রবর্তন করেন।[৮] ফরাসী সনেটের রূপকল্প—

কখখক : কখখক :: গগঘ : ঙঙঘ

ফরাসী কবি Jose-Maria Heredia (১৮৪২—১৯০৫ খ্রীঃ; জন্মের দিক দিয়া কিউবান হইলেও জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন ফ্রান্সে) রচিত 'বিস্মৃতি' ও 'অকালমৃতা' নামক দুইটি সনেটের অনুবাদ করিয়াছেন সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। নিম্নে 'বিস্মৃতি' উদ্ধৃত হইল—

সিন্ধুতীরে অন্তরীপে মন্দিরের ধ্বংস-অবশেষ, ··· ক
কাল তা'রে মিলাইছে ধরণীর পাটল ধূলিতে; ··· খ
পিত্তল-প্রতিমা আর শীলাদেবী বসেছে ভুলিতে ··· খ
পূর্ব গর্ব, বন্যলতা দেছে সবে পল্লবের বেশ। ··· ক

রাখাল সে আসে শুধু সে-বিজনে চরাইতে মেষ, ··· ক
কুড়ানো শংখটি ল'য়ে ভরে নভ পুরানো সঙ্গীতে, ··· খ
সিন্ধু-সীমা-নীলিমায় ভঙ্গীভরে রহে তরঙ্গিতে ··· খ
মুগ্ধ-সুর, ধ্বংস মাঝে একটি সে জীবনের রেশ। ··· ক

প্রাচীন দেবতা-দলে ধাত্রী ধরা বক্ষে দেছে ঠাঁই ··· গ
স্নেহভরে; বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে আজো তাই ··· গ
জীর্ণস্তম্ভে পুষ্পদাম নীরবে সে দেয় জড়াইয়া। ··· ঘ
মানুষ ভুলিয়া গেছে পিতৃপুরুষের দেবতায়! ··· ঙ
অপ্সরের দীর্ঘশ্বাস সিন্ধুজলে আসে গড়াইয়া ··· ঘ
নিশীথের বুক ফেটে; কর্ণপাত করে কেবা তায়? ··· ঙ

—(মণিমঞ্জুষা, ৩১—৩১ পৃঃ)

ইহার ছন্দোবন্ধ—

কখখক : কখখক :: গগঘ : ঙঘঙ

উপরোক্ত দুইটি ফরাসী রীতি ভাঙিয়া প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬ খ্রীঃ) নূতন রূপকল্পের প্রবর্তন করেন এভাবে—

কখখক : কখখক :: গগ : ঘঙঙঘ

কখখক : কখখক :: গগ : ঘঙঘঙ

উপরোক্ত প্রথম পদ্ধতিতে তিনি তাঁহার 'পদচারণ' কাব্যের 'বর্ষা', 'সনেট-'সপ্তক' (৩), (৬), (৭), ও 'শরৎ' এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 'অকাল-বর্ষা', 'কবিতা', 'কাব্যকলা', 'আমার সনেট', 'আমার সমালোচক', 'সনেট-সপ্তক' (২) (৪) (৫), 'স্নেহলতা', 'সনেট' ও 'খসাং' রচনা করেন। তাঁহার 'সনেট-পঞ্চাশৎ' কাব্যে প্রধানতঃ এই দুইটি পদ্ধতিই ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি 'সনেট-পঞ্চাশৎ'এর প্রারম্ভিক সনেটে বলিয়াছেন :

পেত্রার্কা-চরণে ধরি' করি ছন্দোবন্ধ,... ...
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার, ...
ইতালীয় ছাঁচে ফেলে বাঙ্গালীর ছন্দ
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।

কিন্তু কার্যতঃ তিনি ইহার ৫০টি সনেটের একটিতেও বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার 'পদাচারণ' কাব্যের 'সনেট-সুন্দরী', 'বনফুল' ও 'চেরীপুষ্প' পেত্রার্কার : কখখক : কখখক :: গঘঙ : গঘঙ ছাঁচে গঠিত। কিন্তু তিনি পেত্রার্কার কখখক : কখখক : গঘ গঘ গঘ : ছাঁচে একটিও সনেট নির্মাণ করেন নাই। তাঁহার ফরাসী-ঘেঁষা রীতিতে রচিত সনেটগুলির ভাবাবয়ব ত্রিধা-বিভক্ত, তাহাতে অষ্টক ও শেষ চতুষ্কটির মধ্যে সেতুবন্ধ-স্বরূপ স্বতন্ত্রভাবে একটি সমিল শ্লোক অবস্থিত।[৯] ফরাসী কবিরা হিউমার ও স্যাটায়ার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সনেটে এরূপ ত্রিভঙ্গ ঠাম দিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহাদের দশম পংক্তিতে ভাবের পূর্ণ বিরাম বিরল।[১০]

প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী-ঘেঁষা আদর্শের অনুসরণে কান্তিচন্দ্র ঘোষ, রিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী ও রাধারাণী দেবী বহু সনেট নির্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের রচনায় ব্যাজস্তুতি বা শ্লেষের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলে। এভাবে ত্রিভঙ্গ ঠামে মণ্ডিত হইতে গিয়া অনেক সনেট একেবারে যথেচ্ছচারের পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। নিম্নে এরূপ অনিয়মিত (irregular) ধাচের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রমথ চৌধুরীর 'পদচারণ' কাব্যের 'ওঁ' শীর্ষক সনেট—

কখখক : গঘঘগ :: ঙঙ : চছচছ

রিয়াজউদ্দীন চৌধুরীর 'শাজাহান (২)'—

কখ খক : গঘ ঘগ :: ঙঙ : চছছচ

প্রিয়নাথ সেনের 'অব্যক্ত বাসনা'—

কখ কখ : গঘ গঘ :: ঙঙ : চছ ছচ

রাধারাণী দেবীর 'বিগত অতীত'—

কখ কখ : গঘ গঘ :: ঙঙ : চছ চছ

অনিয়মিত সনেটের প্রসঙ্গে এখানে আরও কয়েকটি আদলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—

রবীন্দ্রনাথের 'বাহু'—

কখখক : কগকগ :: ঘঙ ঘঙ :: চচ

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'বিপন্না'—

কখ কখ : খক খক :: গগ : ঘঙ ঘঙ

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অলক্ষ্যে'—

কখ খক : কগ গক : ঘঘঙ : চঙচ

সানাউল হকের 'সম্ভবা অনন্যা' কাব্যের ৩৮ পৃষ্ঠার সনেট—

কখ খক : গঘঘগ : ঙচ ঙচ ঙচ

শামসুর রাহমানের 'স্টেজে' ও 'একজন বেকারের উক্তি'—

কখ খক : গঘঘগ :: ঙচছ ঙচছ

আল মাহমুদের 'লোক-লোকান্তর' ও 'আমি'—

কখ খক : গঘঘগ :: ঙচচ ঙচঙ

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'সাতাশে এপ্রিল'—

কখখক : গঘ ঘগ :: ঙচছ ছচঙ

[পাঁচ]

বাংলা ভাষায় অনিয়মিত ধাঁচে অনেক সনেট রচিত হইয়াছে; তন্মধ্যে দেবেন্দ্র নাথ সেনের প্রবর্তিত নিম্নোক্ত দুইটি পদ্ধতি উল্লেখনীয়। তাঁহার 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যের 'পরাজয়' ও 'গ্রীষ্মের ফল' এবং 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যের সুবিখ্যাত 'আমি' সনেটের মিল-বিন্যাস—

কখখক : গঘঘগ :: ঙচচঙ : ছছ

এই পদ্ধতিতে শশাঙ্কমোহন সেনের 'নিস্তব্ধতা', মোহিতলাল মজুমদারের 'প্রণয়-ভীরু', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'জিজ্ঞাসা', বুদ্ধদেব বসুর 'নেশা', তালিম হোসেনের 'আলাপ : সঞ্চারী', মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'ভাটিয়ালী বাউলের সুর' ও ফজল শাহাবুদ্দীনের 'পতিতা' বিরচিত।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যের 'পিপাসা' সনেটের মিল-বিন্যাস—

কখখক : গঘঘগ :: ঙচঙচ : ছছ

এই পদ্ধতিতে আজিজর রহমানের 'চিরকুমারী', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অপচয়' ও মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'শরতে' বিরচিত। এ-ধরনের অনিয়মিত ধাঁচগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় প্রচলিত রীতিগুলির নানা প্রকার মিশ্রণ ও রকমফের।

রবীন্দ্রনাথের সনেটগুলিতে অনিয়মিত ধাঁচের দৃষ্টান্ত সমধিক। তাঁহার সকল সনেটই মুক্তবন্ধ রীতিতে রচিত; ভাবের সচ্ছন্দ প্রকাশের তাগিদেই তাঁহার বাণী

বিন্যাস,– কোনো নির্ধারিত আঙ্গিকের সজ্ঞান পরিশীলন তাঁহার সনেটে অগোচর নিম্নে 'কড়ি ও কোমল' হইতে একটি সনেট উদ্ধৃত করিতেছি—

ছোট ফুল

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোট ছোট ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হ'ক, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,'
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণ-কারায়,
নিমেষের তরে তা'রা যদি সুখ পায়
নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে'।

ক্ষুদ্র ফুল; আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবি-কর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে' যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

মিল-বিন্যাসের বিচারে ইহা নিখুঁত পেত্রার্কীয় রীতির সনেট। কিন্তু মূলে ইহার ৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি হইতেছে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ৫ম পংক্তি। ভাবের অভিব্যক্তি সহজ ও প্রত্যক্ষ করার প্রেরণাতেই এভাবে পংক্তিসজ্জা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি তাঁহার 'চৈতালি', 'স্মরণ' ও 'নৈবেদ্য কাব্যের চতুর্দশ-পংক্তি কবিতাগুলি। কাহ্নপাদ হইতে ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত বহু কবি বাংলা ভাষায় চতুর্দশপংক্তি কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সকল রচনা আসলে সাতটি সমিল পয়ার-শ্লোকের সমষ্টি,—তাহাতে সনেটের গূঢ়-গভীর ভাব ও সংহত গঠন-শৈলী দৃষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের উক্ত চতুর্দশপংক্তি কবিতাগুলিও সনাতন প্রণালীতেই

অন্ত্যমিলযুক্ত যুগ্ম-পংক্তিতে রচিত, তাহাতে সনেটের সুব্যবস্থিত মিল-বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু রোমান্টিক সনেটের অনেক লক্ষণই বহুলাংশে বিদ্যমান। ফলে রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি বিশ্বকাব্যধারায় নিঃসন্দেহে এক নূতন সংযোজন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী, মোহাম্মদ লুতফর রহমান, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, শাহাদাৎ হোসেন, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, হুমায়ুন কবির, শ্রীযুবণাশ্ব, উমা দেবী প্রভৃতি এই আদর্শে বহু মনোজ্ঞ চতুর্দশপংক্তি, কবিতা রচনা করিয়াছেন। মনে হয়, অসংলগ্ন স্বাধীন বেপরোয়া রীতিতে সনেট না লিখিয়া নবীন কবিরা এই সুপ্রাচীন ধাঁচে চতুর্দশপংক্তি কবিতা প্রণয়ন করিলে বাংলা কাব্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা।

[ছয়]

শুধু আধুনিক বাঙালী কবিরা নহেন, গত শতকের স্বনামখ্যাত ফরাসী কবি Paul Verlaine (১৮৪৪—৯৬ খ্রীঃ) তাঁহার অনেক সনেটে মিলের পদ্ধতিতে অনিয়মতন্ত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি সনেটে ষটকের পরে অষ্টকের অবস্থান বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। শশাঙ্কমোহন সেনের 'বিমানিকা' কাব্যের 'শান্তি' ও 'ডুবারী' শীর্ষক সনেটদ্বয়ে এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অনিয়ম কোথায়ও আদৃত হয় নাই।

পৃথিবীর সকল ভাষাতেই সনেটের আকৃতি ১৪-পংক্তিতে নিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'রাত্রি' এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' কাব্যের 'দুহিতা-মঙ্গল-শংখ (৪)' ত্রয়োদশপংক্তি কবিতা,— এগুলিকে 'খণ্ডিত সনেট' বলা অবিধেয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি (১৮২৮-৮২ খ্রীঃ) তাঁহার The Early Italian Poets পুস্তকে তিনটি 'প্রলম্বিত সনেট' (Prolonged Sonnet) পরিবেশন করিয়াছেন; সেগুলি ১৬-পংক্তিতে নির্মিত। Niccolo Degli Albezzi-র 'When the Troops were returning from Milan', এবং Simone Dall' Antella-র 'In the

Last Days of the Emperor Henry VII' শিরোনামীয় সনেট-দ্বয়ের মিল-বিন্যাস—

কখ খক : কখখক :: গঘগ : ঘগঘ :: ঙঙ

Guido Orlandi-কৃত 'He finds fault with the conceits of forgoing Sonnet' শীর্ষক প্রলম্বিত সনেটের মিল-বিন্যাস—

কখখক : কখখক :: গঘঙ : গঘঙ :: চচ

এই মিল-বিন্যাস হইতে সুস্পষ্ট যে, বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় পদ্ধতির সনেটের শেষে 'এপিগ্রাম'-রূপে একটি শ্লোক-পুচ্ছ সংযোজিত করিয়াই আদিযুগে ইতালীতে 'প্রলম্বিত সনেট' সংরচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সংবিধান পৃথিবীর আর কোথাও অনুসৃত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, সনেটের রোমান্টিক ভাব-কল্পনাকে ক্লাসিক্যাল রূপবৃত্তে উজ্জ্বল সুডৌল ও সঙ্গীতময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চৌদ্দ পংক্তির পরিসর অপরিহার্য।

[সাত]

ইংরেজী ভাষায় সনেট একমাত্র পঞ্চমাত্রিক আয়াম্বিক ছন্দে বা Heroic Line-এ লেখা। কিন্তু বাংলা ভাষায় সাধারণত সনেট ১৪ বা ১৮ অক্ষরের পংক্তিতে নির্মিত। মধুসূদন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রমথ চৌধুরী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও প্রমথনাথ বিশীর সব সনেট ১৪-অক্ষরে লেখা। দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৪ অক্ষর ও ১৮ অক্ষরে তাঁহার প্রায় সকল সনেট লিখিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ১৬ অক্ষরের একটি সনেট উদ্ধৃত হইল—

ভালবাসার জয়

বৃথা ও-ঘৃণার হাসি, বৃথা ও-কথার ছল ;
রবির কিরণ আমি, তুমি মালঞ্চের ফুল !
বৃথা তব উপহাস, শাণিত কথার শূল ;
রূপের পতঙ্গ তুমি, আমি শ্যাম দূর্বাদল !

জান না কি রবিরশ্মি যেই পুষ্পে গিয়ে পড়ে,
সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময় ?
জান না কি প্রজাপতি যেই পুষ্পে বসে উড়ে',
আহরিয়া তারি বর্ণ হয় গো সুবর্ণময় ?

আমার সোহাগকুঞ্জে বসিয়া বসিয়া তুমি
ভুলে গিয়ে ঘৃণা হাসি, কণ্ঠমণি হবে, ধনি !
জান না কি, ভালবাসা ধরার পরশমণি
ঘৃণার রাজত্ব হরে দিবানিশি চুমি' চুমি' ?

আজি তুমি মন-সাধে হেসে লও ঘৃণা-হাসি,
কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনি আপনি আসি'।
—(গোলাপগুচ্ছ)

চৌদ্দ অক্ষরের সনাতন লঘু-পয়ার সনেট রচনারও সবিশেষ উপযোগী, মধুসূদন তাহা সপ্রমাণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'চিরদিন' শীর্ষক সনেট-পরম্পরা (Sonnet-sequence) ১৮-অক্ষরের দীর্ঘ-পয়ারের পংক্তিতে নির্মাণ করেন। তিনি এ-বিষয়ে ১৬-অক্ষরের পূর্ণ-পয়ারের উপযোগিতা পরীক্ষা করেন তাঁহার 'গান-রচনা' সনেটে। ১২-অক্ষরে পংক্তি নির্মাণের পরীক্ষা করেন অক্ষকুমার বড়াল (১৮৬০—১৯১৯ খ্রীঃ)। তাঁহার 'ডুবেছে তপন' দেখুন—

ডুবেছে তপন, আলোক-জীবন ;
ধরণীর বুক ছাইছে আঁধার !
ফিরেছে পথিক, মলিন বদন ;
জগতের কাজ নাহি যেন আর !

যে আলোক গেল, গেল একেবারে ?
রহিল না প্রেম, গেল কি সমূলে ?
ধীরে আসে বায়ু, মুছে শ্রম-ধারে,
যে ভুলে—যেন গো একেবারে ভুলে।

ডুবেছে তপন, প্রত্যক্ষের আলো ;
দলে দলে তারা ফুটিছে আবার।
কোটি চক্ষু মেলি' ঘেরে চারি ধার,
সমষ্টির যেন ভগ্নকণা-জাল !

যে আছিল এক, হ'লো শত শত !
কণায় কণায় প্রেমের জগত !
—(ভুল)

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রীঃ) তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যে 'প্রতিকৃতি' ও 'কবির উপহার' শীর্ষক দুইটি কবিতাকে 'সনেট' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রথমটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

প্রতিকৃতি
[সনেট]

পূর্ণচন্দ্র-নিভ ফুল্লচন্দ্র মুখে,
মহিমার হাসি ভাসিছে তায় ;
পতি-গরবেতে গরবিত বুকে,
গরব-তরঙ্গ খেলিয়া যায়।

পূর্ণ কলেবর, চিত্র পূর্ণতার,
পবিত্র মাধুরী কোমলতাময় ;
পূর্ণ সিন্ধু-জলে, উচ্ছ্বাস-আঁধার,
ফুটন্ত জ্যোৎস্না হতেছে লয়।

পতি-ভালবাসা অঙ্গে অঙ্গে মাখা
পতি-ভালবাসা হৃদয় ভ'রে ;
পতি-ভালবাসা নাহি যায় রাখা,
হৃদয় ভরিয়া উথলি' পড়ে।

সোনার পুতুলে অঙ্গ সুশোভন,
শিরে পতি শিব চন্দ্রের মতন ॥

ইহার ভাব-বিভাগ ও মিল-বিন্যাসে সেকসপীরিয় পদ্ধতির অনুসরণ লক্ষ্যগোচর হইলেও আকৃতি ও প্রকৃতিতে ইহা সনেটকল্প নহে। ইহার পংক্তিগুলি অসমান; ৯টি পংক্তি দ্বাদশাক্ষরা ও ৫টি পংক্তি একাদশাক্ষরা। বলা বাহুল্য যে, পংক্তি-দৈর্ঘ্যের অসমতা সনেটে অচল।

একাবলী পয়ারে সনেটের সঙ্গীতধ্বনি সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য। দিগক্ষরা পংক্তিতে কাংক্ষিত ছন্দোমণ্ডল সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি –

কামাল

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রাণে যার জ্বলে অনির্বাণ
বহ্নিশিখা, সেই শুধু পারে
অগ্নিমন্ত্র শিখাতে সবারে;
প্রাণ দিতে পারে প্রাণবান
তাদেরে যাহারা মুহ্যমান
দাসত্বের শৃংখলের ভারে।
নিবীর্যের তরে এ-সংসারে
বীরহস্তে মুক্তির কৃপাণ।

তুরস্কের নব জন্মদাতা
বজ্রপাণি বীরেন্দ্র কামাল!
তুমি আর নাহি এ জগতে।
তোমার আসন র'বে পাতা
নিখিলের মর্মে চিরকাল;
ধর্মযোদ্ধা অমর মরতে ॥

ইহার দ্বিগুণ মাপের সনেট রবীন্দ্রনাথের 'যৌবন-স্বপ্ন', 'ক্ষণিক মিলন' ও 'সন্ধ্যার

বিদায়'। ইহাদের পংক্তিতে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ, প্রতি ভাগে ১০ অক্ষর। 'ক্ষণিক মিলন' সনেটটির প্রথম চারি পংক্তি—

আকাশের দুই দিক হ'তে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুইখানি দিশাহারা মেঘ কে জানে এসেছে কোথা হ'তে।
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে,
দোঁহা পানে চাহিল দু'জনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।

প্রথম ১০ অক্ষরের পরে অর্ধযতি ও দ্বিতীয় ১০ অক্ষরের পরে পূর্ণ যতি। ১০ অক্ষরের পদ (clause) ৪+৬ অথবা ৬+৪ অক্ষরের পর্বে গঠিত; এই উপ-বিভাগে উপযতি বা লঘুযতি দিতে হয়। এভাবে যতিপাতের দরুণ ইহাতে সনেটের আবশ্যিক একটানা সুর অব্যাহত থাকে নাই; দিগক্ষরা পয়ারের ছন্দঃস্পন্দ প্রসারিত হইয়াছে।

শামসুল হুদার 'একটি স্বপ্ন' ও 'ভারমুক্ত' এবং আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'আষাঢ়' ও 'উর্ণনাভ' ২২-অক্ষরের সনেট। শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'আর কিছু নাহি সাধ' ২৬ অক্ষরের সনেট। শ্রীজীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'য় ২৬-অক্ষরের সনেটের অযত্নখচিত বিস্রস্ত রূপ দেখা যাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ১০, ১১, ১২, ১৬, ২০, ২২ বা ২৬ অক্ষরের পংক্তি সনেটের ঘনপিনদ্ধ রূপমূর্তি ও সঙ্গীত-সুষমা সৃষ্টির মোটেই অনুকূল নহে। এ প্রসঙ্গে শ্রীবুদ্ধদেব বসু তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন:

> "পয়ারের অক্ষর-সংখ্যা চৌদ্দ। যতই না কেন নব নব ছন্দ আবিষ্কৃত হোক, বাঙালীর মনে সেই সনাতন পয়ার যে গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে তা কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হবেনা।…কিন্তু সনেট রচনার এ কতখানি উপযোগী তা ভাববার বিষয়। চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দটি লাইনে কতটুকু কথাই বা বলা যায়?…আমার মনে হয়, আঠারো অক্ষরের ছন্দই বাংলায় সনেট রচনার সবচেয়ে উপযোগী।"[১১]

অন্যপক্ষে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন:

> "সনেটে চৌদ্দটি এক ছন্দের পংক্তি থাকে—ইংরাজীতে Iambric Pentameter ছন্দই সনেটের ছন্দ; বাংলাতেও তাহার অনুরূপ চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারই প্রশস্ত; কখনও বা ঐ ছন্দকেই একটু দীর্ঘ করিয়া লওয়া হয়; তাহাতে ছন্দের

> সঙ্গীতগুণ বৃদ্ধি পায়, ভাব একটু ছাড়া পায়—কিন্তু সনেটের সংহতিগুণ ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলায় ঐ পয়ার-পংক্তিই যে সনেটের বিশেষ উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দীর্ঘ-পয়ারেও (১৮ অক্ষর) সনেটের ছন্দঃধ্বনি একটু গভীর ও গম্ভীর হইবার অবকাশ পায় বলিয়া, তেমন ছন্দও বাংলা সনেটে গ্রাহ্য হইয়াছে। মধুসূদন বাংলা সনেটের জন্য ১৪ অক্ষরই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এই চৌদ্দ অক্ষরেই সনেটের কাব্যরসকে পূর্ণরূপ দান করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাংলা সনেটের পংক্তি উহা অপেক্ষা দীর্ঘতর না হইলেও চলে।"[১২]

এ-কথা সত্য যে, দেবেন্দ্রনাথ সেনের ১৪-অক্ষরের অনেক সনেটে কাব্যরস যে-রূপ আদ্যন্তসঞ্চারী হইয়াছে, তাঁহার ১৮-অক্ষরের সনেটগুলিতে তাহার ন্যূনতা সুপরিস্ফুট। এই তারতম্যের কারণ এই যে, লঘু—পয়ারের পংক্তিতে ছন্দঃগতি স্বভাবতঃই দ্রুততর হয়, কিন্তু দীর্ঘ-পয়ারের পংক্তিতে তদনুরূপ পূর্ণগতি সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন সযত্ন পরিচর্যার। দেবেন্দ্রনাথের অলস কবি-প্রকৃতিতে সেই যত্নপরতার অভাব ছিল বলিয়া তাঁহার ১৮ অক্ষরের সনেটগুলি ততখানি নিটোল ও রসসমৃদ্ধ হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ তুলনীয় যে, সুদক্ষ লিপিকুশলতার গুণে মোহিতলাল মজুমদারের 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল'-এর ১৪ অক্ষরের ১৬টি সনেট অপেক্ষা তাঁহার 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ১৮ অক্ষরের ৪৪টি সনেট রূপ-সৌকর্যে ও রস-সংকেতে উৎকৃষ্টতর। মধুসূদন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল ১৪ অক্ষরে সনেটের ভাব-সংযম ও ছন্দ-প্রবাহ পূর্ণরূপে প্রকটিত করিয়া প্রশ্নাতীতরূপে ইহার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আর মোহিতলাল মজুমদার ১৮ অক্ষরে অনেক অনবদ্য সনেট সংরচন করিয়া এই আদর্শের দিকে আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলে সাম্প্রতিক কালে ১৪-অক্ষর অপেক্ষা ১৮ অক্ষরে সনেট রচিত হইতেছে বেশী। তবে তাহার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি শুধু কবির দৈবী প্রতিভার উপর নির্ভরশীল নহে, ১৮ অক্ষরে সনেটের গাঢ়বদ্ধতা ও ছন্দঃধ্বনি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অধিকন্তু আবশ্যক হয় শিল্পীর অধিকতর দায়িত্ব ও নিষ্ঠা; অন্যথা একটি এককেন্দ্রিক ভাব বা ভাবনা অখণ্ড ঐকতানময় সুর-সৌষম্য ও ভাস্কর্য-বিনিন্দিত সুমসৃণ বাণী-দেহ লাভ করে না।

[আট]

মধুসূদন অক্ষরবৃত্তের লঘু-পয়ার বন্ধে মোট ১০৮টি, গোবিন্দচন্দ্র দাস ১২০টি ও প্রমথ চৌধুরী ৭০টি সনেট রচনা করেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার সনেটে লঘু-পয়ার পূর্ণ-পয়ার ও দীর্ঘ-পয়ার—এই ত্রিবিধ ছন্দোবন্ধ ব্যবহার করেন। অক্ষয়কুমার বড়াল দ্বাদশাক্ষরা এবং রবীন্দ্রনাথ দিগক্ষরা ছন্দোবন্ধ লইয়াও পরীক্ষা করেন। ইঁহারা সকলেই সনেটে একমাত্র অক্ষরবৃত্ত রীতির প্রয়োগ করেন। ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনার ঐতিহ্যই বাংলায় প্রতিষ্ঠালাভ করে। সেই ঐতিহ্য ভঙ্গ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২ খ্রীঃ) স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রথম সনেট লেখেন। তাঁহার 'ইচ্ছা-মুক্তি' 'ম্যাকস্যুইনীর মৃত্যু উপলক্ষে' ১৩২৭ সালের মাঘের 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত) ১৮-সিলেবলের পংক্তিতে সেকসপীরিয় ছাঁচে নির্মিত। তাহার প্রথম স্তবক—

কে তাহারে বন্দী করে? ফন্দী এঁটে বাঁধবে কে সিন্ধুকে?
মুক্তপুরুষ মুক্তি তাহার হাতের মুঠায় মুক্তা হয়ে আছে;
'মুক্ত হ'বই!' এ-কথা যে বলতে পারে জোর ক'রে বুক ঠুকে'—
পাষাণ-কারা তাসের গৃহ, লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে।
—(কুহু ও কেকা)

ইহার পংক্তিতে ৪+৪+৪+৪+২ সিলেবল, প্রতি চারি সিলেবলের পর যতি দিয়া পংক্তিশেষে প্রায়শঃ পূর্ণ যতি দিতে হয়। এভাবে প্রতি পংক্তিতে দুইয়ের অধিক পদযতি এবং পংতিশেষে পূর্ণ যদি স্থাপনের দরুণ সনেটের ছন্দ-ধ্বনি অব্যাহত থাকে নাই। এ-প্রসঙ্গে ৪+৪+২ সিলেবলের একটি সনেট উদ্ধৃত হইল।

বলিদান

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মা গো, আমার গা মুছিয়ে দিয়ে
তাড়াতাড়ি পরাও কাপড় খান,

আজকে আমি ভুলুর সাথে গিয়ে
আস্‌ব দেখে কেমন বলিদান।

দেখে' 'বলি' কেমন আমোদ হ'বে!
নাচবে সবাই, বললে ভুলু মোরে,
'মা' 'মা' ব'লে ডাকবে যখন সবে
বাজাবে ঢোল খাজ্‌জি-মাঝো ক'রে।

শেষে যখন ফিরলো খোকা বাড়ী,
মুখটি মলিন, চোখ যে ছলছল;
জননী ত'ার শুধায় তাড়াতাড়ি—
কেমন 'বলি' দেখ্‌লি বাছা বল?

কেঁদে খোকা বললেঃ কোথায় বলি?
শুধু আহা কাটছে ছাগলগুলি॥

—(কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

এই চটুল লাস্যময় লোকচ্ছন্দে সনেটের গম্ভীর গাঢ়পিনদ্ধ ভাবমূর্তি নির্মাণ দুরূহ। আ. ন. ম. বজলুর রশীদের 'এক ঝাঁক পাখী' কাব্যের 'একটি নিভৃতি' এবং 'প্রাচীন আঙ্গিকে' চৌদ্দ (৪+৪+৪+২) সিলেবলের পংক্তিতে রচিত; তাহাতেও নাচুনে ছন্দের বিশেষত্বই প্রবলতর। তবে স্বরবৃত্তে সনেট প্রণয়নের সাধনা এ-যাবৎ বিশেষ হয় নাই, সুতরাং ইহার সম্ভাবনা এখনও প্রতিভাবানের পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

বাংলা ভাষার আদি ছন্দ স্বরবৃত্ত এবং আধুনিক ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। সংস্কৃতানুগ ও প্রাকৃত-ঘেঁষা মাত্রাবৃত্তের প্রত্নরূপ বৌদ্ধ চর্যাপদে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রচুর গোচরীভূত হইলেও এই ধ্বনিপ্রধান ছন্দটির নিখুঁত সুমার্জিত রূপ রবীন্দ্রনাথের অমূল্য দান। এই ছন্দে প্রথম সনেট লেখেন গোলাম মোস্তফা

(১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রীঃ)। চৌদ্দ (৬+৬+২) মাত্রার পংক্তিতে রচিত তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩২৯ ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত) নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আকাশে ভূবনে বসেছে যাদুর মেলা, ক
নিতি নব নব খেলিতেছে যাদুকর ; খ
রবি শশী তারা ঝঞ্ঝা অশনি-খেলা, ক
লুকোচুরি কত চলেছে নিরন্তর ! খ
আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারা বেলা, ক
কিছু বুঝি না কো—বিস্মিত অন্তর ! খ
হাসা-কাঁদা আর ভাঙা-গড়া হেলাফেলা ক
সকলেরি মাঝে ভরা যাদু-মন্তর ! খ

কবি ! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে, গ
পিতার ঘরের অনেক খবর জানো, ঘ
কেমন করিয়া কিসে কোন্ খেলা খেলে, গ
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আনো। ঘ

দর্শক মোরা, কিছু জানাশোনা নাই; ঙ
যাহা বলো, শুনি অবাক হইয়া তাই। ঙ
—(রক্তরাগ)

ইহার মিল-বিন্যাস মধুসূদনের 'কাশীরাম দাস' সনেটটির অনুরূপ। কিন্তু ইহা সূক্ষ্ম সুরের স্নিগ্ধ লালিত্যে কান্ত কোমল গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' কাব্যের 'মৃত প্রেম' এই একই ছন্দোবন্ধে বিরচিত ; তবে তাহার অন্ত্যমিল বিশুদ্ধ Wyattian ছাঁচে বিন্যস্ত। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'উতলা রজনী' ৬+৬+৫ মাত্রার এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্যজিজ্ঞাসা—৫' ৬+৬+৩ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত সনেট। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'জোৎস্নারাতে' এবং আ ন. ম. বজলুর রশীদের 'আত্মকৃতি' ৬+৬+৬+২ মাত্রার লঘুত্রিপদী-বন্ধের মাত্রাবৃত্ত সনেট ; কিন্তু এই ছন্দোবন্ধে প্রতি পংক্তিশেষে প্রায়শঃ বিরাম পড়ে, ফলে সনেটের ছন্দঃস্পন্দ ও যতিসুষমা সৃষ্টি হয় না। উপরোক্ত সনেটগুলির

পূর্ণপর্ব ষন্মাত্রক (hexamoric), তাই স্বভাবতঃ ধ্বনিমুখর। নিম্নে পঞ্চমাত্রক (Pentamoric) মাত্রাবৃত্তে রচিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অবিনশ্বর' উদ্ধৃত হইল—

বরষা পুন এসেছে ঘন গৌরবে: ক
কুহরি কেকা নাচিছে মেলি পুচ্ছটি, খ
মুক্ত মন সিক্ত ক্ষিতি সৌরভে, ক
দিকের সীমা মুছিয়া দিছে কুজ্ঝটি। খ

যুগান্তরে কদম পুলকাঞ্চিত গ
আবার যবে খুঁজিয়া পাবে ধন্যতা, ঘ
আমারি ভাগে সময়-নেমী লাঞ্ছিত গ
পথের রজে ঘটিবে শুধু অন্যথা? ঘ

জলদ-যানে বৈতরিণী উত্তরে' ঙ
যক্ষ যথা বিহরে আজো অনঙ্গে, চ
তেমনি আমি ভ্রমিব সখী সন্তরে' ঙ
নবোত্থিত মানস-রস-তরঙ্গে; চ
আমারো বাণী বাজিবে তব অন্তরে ঙ
বায়ুর গানে, মেঘের মৃদু মৃদঙ্গে। চ

—(তন্বী)

ইহার প্রতি পংক্তিতে ৫+৫+৪ মাত্রা। প্রথম দুইটি স্তবক সেকসপীরিয় এবং ষটক পেত্রার্কীয়। কিন্তু তাহাতেও সনেটের সুকঠিন দীপ্তি দুর্নিরিক্ষ্য। প্রসঙ্গতঃ ১৮-মাত্রার দীর্ঘপয়ার-বন্ধে রচিত একটি সনেট দেখুন –

রাজা

অজিতকুমার দত্ত

জরি আর পুঁতি গাঁথা জমকালো চোগা-চাপকানে
জাঁদরেল চেহারায় পার্ট্ করে যাত্রার রাজা:

উষ্ণীষ আভরণ সবি আছে আয়োজন যা যা,
রাজসিক হাবভাব, রাজকীয় চাল সবি জানে।
ভোর হলে এই সাজ ফিরে যাবে ভাড়ার দোকানে;
ঘরে আছে হেঁটো ধুতি, কড়া সাজা দু'ছিলিম গাঁজা,
হুকুমের জরু আছে, আছে তাড়ি আর তেলেভাজা,—
আরেক রাজার পার্ট্‌—ভাষাটা তফাৎ, একই মানে।

কিছু মেতে বীররসে, কিছু কিছু করুণ রসের
বিগলিত অভিনয়ে আসরবাসর করে মাত্‌,
জীবনের পালা-গানে মেডেল-ইনাম নেয় জিতে,
কখনো নিজেরে ঢাকে নেশা দিয়ে, কখনো জরিতে,
যত মিছে অভিনয় তত তার পাবার বরাত,
কেননা সে জেনে গেছে সিধে পথ দেশের-দশের।।
—(ছায়ার আল্‌পনা)

ইহার পংক্তিতে ৮+১০ মাত্রা (mora); ১০-মাত্রার পদটি কোথাও যথারীতি ৪+৬ মাত্রার এবং কোথাও ৬+৪ মাত্রার পর্ব-সমবায়ে গঠিত। এই রচনাটিতে দেখা যায় যে, লঘু ভাব মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘপয়ার-বন্ধের সনেটে চমৎকার উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু গভীর ভাব ও নিগূঢ় ভাবনা এই ছন্দরীতিতেও সুসংবদ্ধ সুরময় বাণী-রূপ লাভ করিতে পারে।

পীয়ের দ্য র‍ঁস্যাদে'র Pour Helene 'হেলেনের জন্য' সনেটটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বরবৃত্তে 'প্রাচীন প্রেম' নামক কবিতায় অনুবাদ করেন; তাহা মাত্রাবৃত্তের লঘুপয়ার-বন্ধে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এভাবে—

প্রবীণ বয়সে বসি,' পার্শ্বে উনান,
সূতা পাকাইবে যবে মোমবাতি জ্বালি,'
গাহিবে এ-কথা: "কবি রচেছিল গান
এ শুভ্র কেশ যবে ছিল গো সোনালি।"

সে-কথা তোমার দাসী বিস্ময়ে শুনি'
রজনীর কাজ শেষে ঘুমাবে যখন,
কবি-নাম শুনি' জেগে' গা'বে গুন্‌গুনি'—
"ধন্য সে কবি তাঁর অমর লেখন।"

সেদিন কবরে র'বে মোর এই কায়া
মধুর মরণে, শ্যাম তরু দিবে ছায়া।
দুঃখে জরায় তুমি হ'বে নতদেহ
স্মরিয়া গর্ব তব আর প্রেম মোর।
হে মানিনী, কথা শোনো, মনে আনো স্নেহ—
আজকে জীবন-ফুলে গাঁথো মায়া-ডোর॥

মোদ্দা কথা, অক্ষরবৃত্তে যেমন ৮+৬ অক্ষরের লঘু-পয়ার ও ৮+১০ অক্ষরের দীর্ঘ-পয়ার, তেমনই মাত্রাবৃত্তে, ৮+৬ মাত্রার লঘু-পয়ার ও ৮+১০ মাত্রার দীর্ঘ-পয়ার ভঙ্গীই সার্থক সনেট রচনার সর্বাধিক উপযোগী। কিন্তু মাত্রাবৃত্তের এই দুই ছন্দোবন্ধে সনেট রচনার চেষ্টা বেশী হয় নাই। আমার ধারণা যে, সেরূপ চেষ্টা সুফলপ্রসূ হইবে এবং তাহাতে বাংলা সনেটের নূতন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হওয়াও বিচিত্র নহে।

---

১. I have been lately reading Petrarca—the Italian poet, and scribling some 'sonnets' after his manner...I dare say, the sonnet চতুর্দশপদী will do winderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days...Believe me, our Bengali is a very beautiful language. It only wants men of genius to polish it up; ...It is, or rather, it has the elements of a great language in it.

২. এ প্রসঙ্গে মৎলিখিত 'মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা,' সওগাত, মাঘ, ১৩৪৭ পঠিতব্য।

৩. H. W. Fowler: A Dictionary of Modem English Usage p. 619 দ্রষ্টব্য।

৪. H. A. Taine প্রণীত *History of English Literature* (Translated from French by H. Van Laun, 1907) প্রথম খণ্ডের ২৫০ পৃষ্ঠায়—Puttenham: *The Arte of English Poesie,* ed. Arber, 1869, book I, p. 74 হইতে মূল উদ্ধৃতি দেখুন।

৫. ওয়ার্ডস্বার্থের SONNETS (১৮৩৮) সম্বন্ধে Louis Cazamian বলিয়াছেন :
his Sonnets rank among the most roubst in the English language; (History of English Literature, Edn. 1948. p. 1010.)

৬. Emile Leqouis ও Louis Cazamian প্রণীত A History of English Literature (Translated from the French by Helen Douglas Irvina, Revised Edition, 1947) পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৭. কিন্তু Joseph Angus M. A. D. D. (Examiner in English Language, Litrature and History to the University of London) তাঁহার ৬৪৭ পৃষ্ঠার বিপুলকায় পুস্তক: Handbook of English Litrature-এ সনেটের সেক্সপীরিয় রীতিকে বলিয়াছেন: "the worst form for the Sonnet." (p. 148).

৮. এ প্রসঙ্গে Geoffrey Brereton বলেন: "The French sonnet is based on the Italian and rhymes *abba abba* followed by such combination as *ccd eed.* It does end with the Snap imparted by the final couplet of the Shakespearean sonnet. [A Short History of the French Literature, p. 184.] Du Bellary-র *Les Regrets* হইতে একটি সনেট এবং রসাার্দের দুইটি (একটি Marie-র মৃত্যুতে ও অন্যটি *Pour Helene* 'হেলেনের জন্য') সনেট L. J. Gardiner-প্রণীত Outlines of Franch Literature পুস্তকে মূল ফরাসী-পাঠের পাদটিকায় ইংরেজী পদ্যানুবাদ-সহ মুদ্রিত হইয়াছে; সেই তিনটি সনেটের রূপকল্প অবিকল উপরোক্ত প্রকার।

৯. এ প্রসঙ্গে মৎলিখিত "সনেট-পঞ্চাশৎ ও শনিবারের চিঠি' (দৈনিক ছোলতান, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৬ সন) এবং "পেত্রার্কীয় সনেটের গঠন" (শীশমহল, চৈত্র, ১৩৪৮ সন) পঠিতব্য।

১০. শ্রী প্রিয়নাথ সেন তাঁহার "সণেট-পঞ্চাশৎ" শিরোনামীয় আলোচনায় বলিয়াছেন: "যদিও কোনও কোনও ফরাসী কবির রচিত সণেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও দেখি নাই।" (সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২০ সন, ৩৫১ পৃষ্ঠা।)

১১. কল্লোল, ফাল্গুন, ১৩৩৫ সন, ৭৬৯ পৃষ্ঠা।

১২. বাংলা কবিতার ছন্দ, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৫২ সন, ১৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।